ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 090 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৯০ ● কলকাতা ● ১৯ চৈত্র, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ০৩ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

হেদিয়ায় দীর্ঘদিনের সন্ত্রাস, ফের প্রাণনাশের আশঙ্কা— পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে সরব বাসিন্দা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা:

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জীবনতলা থানার অন্তর্গত হেদিয়া এলাকায় দীর্ঘদিনের সন্ত্রাস, জমি দখলের চেষ্টা, রাজনৈতিক হিংসা এবং প্রাণনাশের হুমকিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এলাকার বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় সরদার অভিযোগ করেছেন, গত প্রায় দুই দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে তাঁর ও তাঁর পরিবারের উপর হামলা, হুমকি এবং আর্থিক ক্ষতি চালানো হলেও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কার্যত নিষ্ক্রিয় থেকেছে। ফলে অভিযুক্তরা ক্রমশ আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যে কোনও মুহূর্তে তাঁর উপর প্রাণঘাতী হামলা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, ২০০৭ সালে প্রথম তাঁর উপর প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা হয় হেদিয়া মোড় এলাকায়, যেখানে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান তিনি। এরপর ২০০৮ সালে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাঁর বাড়িতে লুটপাট চালানো হয় এবং তাঁকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয় বলে অভিযোগ। ২০০৯ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে একাধিকবার সশস্ত্র হামলার ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে ২০১০ সালের একটি নির্দিষ্ট মামলায় তাঁকে খুনের উদ্দেশ্যে আক্রমণের অভিযোগও রয়েছে।

২০১৬ সালের নির্বাচনের পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে দাবি। অভিযোগ, সেই সময় বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়, ব্যাপক লুটপাট করা হয় এবং তাঁর জীবিকার প্রধান উৎস মাছের ঘের দখল করে নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনকালীন সময়েও তাঁর উপর পুনরায় হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। তাঁর পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে সমস্ত মাছ মেরে ফেলা হয়, যার ফলে তিনি মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

২০২৫ সালেও হুমকি ও চক্রান্ত অব্যাহত থাকে বলে দাবি তাঁর। তবে ২০২৬ সালে পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করেছে বলে অভিযোগ। চলতি বছরের ২০ মার্চ গভীর রাতে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। এরপর পরপর কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর বৃদ্ধ পিতা-মাতার বাড়িতেও হামলা চালানো হয়। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় প্রকাশ্যে তাঁকে উদ্দেশ্য করে এক অভিযুক্ত নৃশংস ভাষায় প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরাও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বাড়িতে গিয়ে গালিগালাজ ও খুনের হুমকি দেয় বলে দাবি।

অভিযোগ আরও গুরুতর হয়েছে এই কারণে যে, কয়েকজন অভিযুক্ত প্রকাশ্যে এলাকায় ঘুরে বেড়িয়ে তাঁর পরিবারকে গুলি করে হত্যার হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। এমনকি নির্বাচনের পর তাঁর বাড়িতে লুটপাট চালিয়ে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে এলাকা ছাড়া করার পরিকল্পনাও করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন মৃত্যুঞ্জয় সরদার।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন। তাঁর দাবি, ইতিপূর্বে তিনি বহুবার লিখিতভাবে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন—যার সংখ্যা এত বেশি যে তা "অভিযোগের পাহাড়" হিসেবে উল্লেখযোগ্য—তবুও কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বরং তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে অনীহা দেখাচ্ছে এবং পরোক্ষভাবে তাদের আড়াল করছে, যার ফলে অপরাধীরা আরও দুঃসাহসী হয়ে উঠছে।

বর্তমানে নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর পরিস্থিতি আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং যে কোনও সময় বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে তিনি প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে এফআইআর নথিভুক্ত করা, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার, তাঁর ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পূর্ববর্তী সমস্ত অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলেছেন এবং প্রশাসনের দ্রুত হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। যদিও এই বিষয়ে জীবনতলা থানার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সমগ্র ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। এখন দেখার, অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রশাসন কত দ্রুত এবং কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পর্ব 249

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

যখন আপনি এই 'কেন' নিয়ে চিন্তা করবেন তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনার চিন্তা ঐ গুরুর শরীরের বাইরে তার শক্তির উপর যাবে এবং নিমেষে ঘটনা ঘটে যাবে। আর প্রত্যেক গুরু আন্তরিকভাবে এই ক্ষণের অপেক্ষা করতে থাকেন। **ক্রমশঃ**

হাতির হানায় বৃদ্ধার মৃত্যু, উত্তেজনায় রণক্ষেত্র যোগেন্দ্রনগর

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা: বৃহস্পতিবার

জলদাপাড়ার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বুনো হাতির হানায় এক বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল আলিপুরদুয়ার-১ নং ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগেন্দ্রনগর গ্রাম।জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ বাড়ির সামনে ফাঁকা জমিতে ছাগল বাঁধতে গিয়ে দলছুট একটি হাতির কবলে পড়েন শচীবালা দেবনাথ (৬৫) অভিযোগ, হাতিটি তাঁকে শুঁড়ে তুলে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার পরপরই এলাকায় বনকর্মীরা পৌঁছাতে দেরি হওয়ায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরে দেহ উদ্ধারের জন্য সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা গো ব্যাক স্লোগান দিতে শুরু করেন। স্থানীয়দের প্রশ্ন, কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন ? এই প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ তীব্র হয়। জনরোষের মুখে পড়ে জওয়ানদের প্রায় ২০০ মিটার পিছিয়ে যেতে বাধ্য হতে হয়। পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে গেলে ঘটনাস্থলে পৌঁছানো বনকর্মীদের উপরও চড়াও হয় উত্তেজিত জনতা। অভিযোগ, দু'জন বনকর্মীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।পরে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁদের উদ্ধার করে।পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পাশাপাশি জলদাপাড়া সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জার রাজীব চক্রবর্তী এবং জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের রেঞ্জার অয়ন চক্রবর্তী ঘটনাস্থলে এসে গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

বন দপ্তরের তরফে মৃতের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং পরিবারের একজনকে চাকরির আশ্বাস দেওয়া হলে কয়েক ঘণ্টার উত্তেজনার পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। তবে এলাকায় হাতির উপদ্রব নিয়ে বন দপ্তরের সঙ্গে গ্রামবাসীদের দীর্ঘক্ষণ আলোচনা চলতে থাকে।অন্যদিকে, পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

জরুরি বৈঠকে নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: পিছিয়ে যাচ্ছে বাংলার ভোট! তড়িঘড়ি বৈঠকে ডাকল জাতীয় নির্বাচন কমিশন । সেই বৈঠকে অবিলম্বে যোগ দিতে বলা হয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, মুখ্য সচিব, ডিজিপি, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা), কলকাতা পুলিশ কমিশনার, সমস্ত জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, পুলিশ কমিশনার এবং এসপিরা।গোটা বিষয়টি নিয়ে এদিন জরুরি ভিত্তিতে ডাকা বৈঠকে আলোচনা করছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে মালদহের জেলাশাসককে প্রশ্ন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্রশ্ন করেন, কেন পুলিশের যেতে দেরি হলো? কোথায় খামতি রয়েছে। অপরদিকে কালিয়াচকের ঘটনায় মালদহ জেলা পুলিশ ১০টি পৃথক মামলা দায়ের করেছে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে। এই বিক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে মোথাবাড়ির আইএসএফ প্রার্থীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে হচ্ছে বৈঠক। উপস্থিত রয়েছে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কমিশনের এই জরুরি বৈঠককে ঘিরে বিভিন্ন মহলে জল্পনা থাকলেও সূত্রের খবর, মালদহের কালিয়াচকের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এসআইআর (SIR) সংক্রান্ত কাজে গিয়ে গতকাল, বুধবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত কালিয়াচকের ২ নম্বর বিডিওতে ঘেরাও হন সাতজন জুডিসিয়াল অফিসার। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রতিবাদে গতকাল, বুধবার থেকেই মালদার বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ, রাস্তা অবরোধ করতে থাকেন এক সম্প্রদায়ের মানুষ। মোথাবাড়ি, সুজাপুর ও কালিয়াচকে চলে ব্যাপক বিক্ষোভ।

এরপর ৩ পাতায়

ট্রাইবুনাল নিয়ে মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ট্রাইবুনাল নিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইনস্টিটিউশনে ট্রাইবুনাল শুরু করতে চেয়ে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে চেয়ে চিঠি।প্রসঙ্গত, রাজ্যে SIR বৈধ ভোটারে ওপর কোপকে 'অত্যন্ত পীড়াদায়ক নির্মম' পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা টেনেছে সুপ্রিম কোর্ট। 'বৈধ ভোটারের ভোটদান সাংবিধানিক অধিকার। বৈধ ভোটার কেন ভোট দিতে পারবেন না। আমরা কোনও কারণ দেখি না। আবার, অবৈধ ভোটারের নাম তালিকায় থাকার কোনও কারণ থাকতে পারে না'। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, কমিশনের ঠিক করা কাট অফ দিনের মধ্যে ট্রাইবুনালের বিচারে বৈধ হয়ে ফেরা ভোটাররেরা সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় নাম উঠলো এবং ভোট দিতে পারলেন। ট্রাইবুনালের জন্য পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগ ও বিভিন্ন স্তরের কর্মী নিয়োগের জন্য চিঠি লিখলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। গতকাল রাতেই এই চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেই কমিশন সূত্রে খবর। ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে মাথায় রেখে ট্রাইবুনাল তৈরী হলেও তার জন্য প্রয়োজন একাধিক কর্মী ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামো। আইন দফতর থেকেও একাধিক লিগ্যাল সার্ভিসের কর্মীদেরও প্রয়োজন। যেহেতু জেলাভিত্তিক ট্রাইবুনালএর কলকাতা থেকে হবে তাই বিভিন্ন জেলা থেকেও কর্মী প্রয়োজন। দ্রুত তা নিয়োগ করার জন্যই চিঠি দিলেন রাজ্যের মুখ্য সচিবকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক বলেই কমিশন সূত্রে খবর।

(২ পাতার পর)

জরুরি বৈঠকে নির্বাচন কমিশন

যার মধ্যে কালিয়াচকে বিক্ষোভের মাত্রা বেড়ে যায়। প্রায় ১৫ ঘণ্টা ধরে জুডিসিয়াল অফিসারদের বিডিও অফিসের ভিতরে আটকে রাখা হয়। পরে গভীর রাতে তাঁদের উদ্ধার করতে যান মালদহের অতিরিক্ত জেলাশাসক। বৈধ ভোটারদের চারদিনের মধ্যে নাম তোলা হবে, বিক্ষোভকারীদের এই আশ্বাস দেন তিনি। তারপরেই বিক্ষোভ ওঠে। যদিও পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় বিক্ষোভকারীদের। তাতে জখমও হন কয়েকজন। গোটা ঘটনার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্টে।

মালদহের কালিয়াচকের ঘটনা নিয়ে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট । রাজ্যকে ভর্ৎসনা করেন দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, বিচারকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। যাঁরা নজরদারি চালাচ্ছেন, তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে। সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্য, গোটা প্রক্রিয়াকে বিলম্ব করার চেষ্টা। পুরোটাই পরিকল্পনামাফিক। জুডিসিয়াল অফিসারদের নিরাপত্তায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। কালিয়াচকের ঘটনার তদন্ত করবে সিবিআই বা এনআইএ এমনই নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে প্রাথমিক রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের। শুধু এতেই থেমে থাকেনি শীর্ষ আদালত। কালিয়াচকের ঘটনায় মুখ্যসচিব, ডিজি ও জেলাশাসককে শোকজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, বাংলায় সবকিছুতেই রাজনীতি হয়। সকলেই রাজনৈতিক কথা বলে। আপনারা জানেন না কারা এই অবরোধ করেছেন? আমরা সব জানি, রাত ২ টো পর্যন্ত বসে নজরদারি চালিয়েছি। খবর নিয়েছি। খুব, খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।

ভোটের আগেই IPAC কর্তাকে দিল্লিতে তলব?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রতীক জৈন এবং ঋষি রাজ সিংকে দিল্লিতে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। দিল্লিতে তাঁদের হাজিরা নিশ্চিত করতে মুখ্যমন্ত্রীর আইপ্যাক অফিসে হানার ঘটনাকেই হাতিয়ার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কয়লা কেলেঙ্কারির মামলায় আইপ্যাকের যোগ থাকার অভিযোগে তদন্ত শুরু করে ইডি।যদিও ইডি-র তরফে সেই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করে জানানো হয়, ভিসির মাধ্যমে কোনও নথি দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, সেই নথির গোপনীয়তা ভঙ্গ হতে পারে। যদিও পাঁচ বছর ধরে চলা তদন্তে কেন এখনই জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। কেন কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদ সম্ভব নয় তা নিয়েও ইডি-কে হলফনামা জমা দিতে বলা হয়েছে। এসভি রাজু জানিয়েছেন ২ এপ্রিলের পর কোনও একদিন প্রতীক জৈনকে দিল্লির অফিসে তলব করা হতে পারে।তদন্তকারী অফিসাররা। সেই সময় সেখানে হাজির হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সেই উপস্থিতি নিয়ে আগেই মামলা করেছে ইডি। শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। এরই মধ্যে দিল্লি হাইকোর্টে ইডি-র অভিযোগ, কলকাতায় সিবিআই এবং ইডির অফিস তদন্তের জন্য সুরক্ষিত নয়। ছিনিয়ে নেওয়া হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রমাণ।

বুধবার দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি অনুপ জয়রাম ভামবানির বেঞ্চে এই সংক্রান্ত মামলা ছিল। ইডি-র আইপ্যাক অফিসে অভিযানের সময় মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে 'বাধা' দেন, সেই অভিযোগের কথা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু।

প্রসঙ্গত কয়লা কেলেঙ্কারিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রতীক জৈন এবং ঋষিরাজ সিং-কে দিল্লিতে তলব করেছে ইডি। এই সমনের বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন প্রতীক এবং ঋষি। তাঁদের আবেদন, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ু নির্বাচনে স্ট্র্যাটেজি তৈরির কাজে ব্যস্ত, তাই ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে বা কলকাতায় জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে চান।

মালদহকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মালদহের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। এই ঘটনায় কমিশনকে সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত নিতে বলেছিল। শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, সিবিআই অথবা এনআইএ-র মতো স্বাধীন সংস্থাকে দিয়ে তদন্ত করাতে হবে। এর পরেই সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করানোর সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন।এসআইআরের কাজে যুক্ত বিচারকদের নিরাপত্তা দিতে না-পারায় রাজ্য প্রশাসনকে ভর্ৎসনা করেন দেশের প্রধান বিচারপতি। মালদহের ঘটনায় সিবিআই বা এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করানোর কথা কমিশনকে বলেছে শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে আরও একগুচ্ছ নির্দেশ দিয়েছে তারা। নির্বাচন কমিশনকে বলা হয়েছে, এসআইআরের কাজে নিযুক্ত বিচারকদের (বা বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের) পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিতে হবে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে তাঁদের বাসভবনেরও। নিরাপত্তাগত ঝুঁকি থাকলে তা পর্যালোচনা করে বিচারকদের পরিবারকেও সুরক্ষিত রাখার বন্দোবস্ত করতে বলা হয়েছে কমিশনকে। বৃহস্পতিবার মালদহের পাশাপাশি রাজ্যের আরও কিছু জায়গায় সংঘাত শুরু হয়েছে। এর পরেই বৃহস্পতিবার বিকেলে সিইও, রাজ্য পুলিশ এবং প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে কমিশন অসন্তোষ প্রকাশ করে।মালদহের ঘটনায় রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়াল এবং পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

ভবানীপুরে এবার 'মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট' তৃণমূলের, রেকর্ড ভোটে জিততে পদক্ষেপ

বৃহস্পতিবার ভবানীপুর বিধানসভা নিয়ে বড় পদক্ষেপ করল তৃণমূল কংগ্রেস। কারণ এখানে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হয়েছেন। এই বিধানসভা কেন্দ্র মুখ্যমন্ত্রীর খাসতালুক বলে পরিচিত। এবার এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে রেকর্ড ভোটে জিততে চান তৃণমূলনেত্রী। কারণ এখানে নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়ায় ৪০ হাজার নাম বাদ পড়েছে।এছাড়া জাভেদ খান রাজ্যের একজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ সংখ্যালঘু নেতা। আবার দক্ষ সংগঠকও। তাঁর এই দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও মাটি কামড়ে পড়ে থাকার দক্ষতাকে ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডে কাজে লাগাতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই মিশ্র জনসংখ্যার অঞ্চলে প্রত্যেকটি পরিবারের কাছে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁদের ভোটকে তৃণমূলে নিয়ে আসতেই জাভেদ খানকে নামানো হল বলে সূত্রের খবর। এই বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ের মার্জিন বাড়ানোই লক্ষ্য। জাভেদ খান দায়িত্ব পেয়েই সংবাদমাধ্যমে জানান, ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রত্যেকটি ঘরে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই তাঁর মূল লক্ষ্য। ভবানীপুরের মাটিতে জয়ের ব্যবধান বাড়াতেই এমন পদক্ষেপ। এখানে অনেক বৈধ ভোটারকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তাই নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকে উচিত শিক্ষা দিতেই এবার 'মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট' পদক্ষেপ করল তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিকে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে রেকর্ড ভোটে জয় নিশ্চিত করতেই 'মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট' বা সূক্ষ্ম স্তরের রণকৌশল নিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাই এবার নিজের কেন্দ্রে জয়ের ব্যবধানকে ঐতিহাসিক মাত্রায় নিয়ে যেতে এবার ওয়ার্ড ধরে ধরে দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে সূত্রের খবর। এখানের ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাংগঠনিক এবং প্রচারের যাবতীয় দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জাভেদ খানের কাঁধে। এখানে অবাঙালি এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ওয়ার্ডে দলের ভোটব্যাঙ্ক অটুট রাখতে এবং বিরোধীদের এক ইঞ্চিও জমি না ছাড়তেই এই সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই কেন্দ্রকে মিনি ইন্ডিয়া বলা হয়।

অন্যদিকে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে কলকাতা পুরসভার মোট আটটি ওয়ার্ড আছে। এই আটটি ওয়ার্ড পরিচালনার দায়িত্ব দলের দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সুব্রত বক্সির অধীনে দেওয়া হয়েছিল ৬৩, ৭০, ৭১, ৭২ এবং ৭৩ নম্বর ওয়ার্ডে ভার। আর বিধানসভার বাকি ওয়ার্ডগুলিতে প্রচার এবং ভোট পরিচালনার দায়িত্ব পান ফিরহাদ হাকিম। এবার সুব্রত বক্সির হাত থেকে ৬৩ নম্বর ওয়ার্ড পৃথকভাবে তুলে দেওয়া হল জাভেদ খানের হাতে। কেন এমন করা হল? ভবানীপুরের এই নির্দিষ্ট ওয়ার্ডটির জনবিন্যাস এবং রাজনৈতিক সমীকরণের কথা মাথায় রেখেই এমন পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই ওয়ার্ডটিতে অবাঙালি এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের একটি বড় অংশের বসবাস।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঁচিশতম পর্ব)

মোউলে, জেলে সবাই জঙ্গলে ঢোকার আগে বিশেষ ভক্তি সহকারে বনবিবির পূজা দেয়। কিন্তু বনবিবির পূজার কোনো নিয়ম নেই। ব্রাহ্মণ ছাড়াই ভক্তরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী পূজা করে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষই কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে বাঘ-দেবতা ও বনবিবির পূজা করে। বিশ্বাস আছে যে এদের পূজা করলে জঙ্গলের বাঘ আক্রমণ করে না। সুন্দরবনের মানুষের বাঘের প্রতি ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধার জন্য বাঘ এইভাবে তাদের ধর্মীয়, সামাজিক, এবং সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে আছে।তবে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কালীঘাটে মমতার গলির সামনে হাতাহাতি TMC-BJP'র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন পেশ করেন। সেই সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ছিলেন তাঁর সঙ্গে। রোড শো করে মনোনয়ন পেশ করতে যান শুভেন্দু। সেই সময় কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দিয়ে বিজেপির মিছিল যাওয়ার সময় তৈরি হয় উত্তেজনা। তা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় হাতাহাতিতে।অমিত শাহ আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের জন্য ১৫ দিন আমি এখানেই থাকব। আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। আজ এসেছি মনোনয়ন পত্র জমার জন্য, বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারীর জন্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাই বাই টাটা করে দিন। আমি বাংলার সকল জনতা, যারা তোলাবাজি, তৃণমূলের গুন্ডাগিরি, মহিলাদের নিরাপত্তাহীনতা, বাংলায় অনুপ্রবেশকারী ও গুলি-বোমাবাজি, বেকারত্ব ও দুর্নীতির যে রেকর্ড তৈরি হয়েছে, তাতে ভীত, তারা সকলেই চাইছেন বাংলায় পরিবর্তন দরকার।'তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে রোড শোয়ের প্রচারগাড়ি থেকে রাস্তায় নামতে হয় অমিত শাহকে।

জানা গিয়েছে, বিজেপির রোড শো চলাকালীন কালো কাপড় দেখাচ্ছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। সেই সময় তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্য করে পালটা স্লোগান তোলেন বিজেপি কর্মীরা। একে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ধস্তাধস্তি শুরু হয়। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলে তাদের সাথেও ধস্তাধস্তি হয় রাজনৈতিক কর্মীদের। এই আবহে

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এগুলির ব্যাখ্যা কী হবে? প্রথমত মনে রাখা দরকার, নির্মাণকুশলতার দিক থেকে এগুলি এমনই স্থূল – এমনই আনাড়ি হাতের কাজ – যে এগুলিকে শিশুদের হাতে-গড়া খেলনাই মনে করা হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬–২৭: বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা ও প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের শক্তিশালীকরণ

(শেষ পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পরিমাণ তাদের রপ্তানির নির্ধারিত অনুপাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

এই বিধান কার্যকর করতে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রক সংশোধন আনা হবে এবং একই সঙ্গে DTA-তে কার্যরত ইউনিটগুলির সঙ্গে সমতা বজায় রাখা হবে।

ভারতের SEZ-এর কর্মদক্ষতা: একটি চিত্র

ভারতের SEZ-গুলি রপ্তানি, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে শক্তিশালী পারফরম্যান্স বজায় রেখেছে। ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত SEZ-গুলিতে ৩১.৭৩ লক্ষের বেশি মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.৮৬ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে (ডিসেম্বর পর্যন্ত) কার্যকর SEZ-গুলি থেকে রপ্তানি ১১.৭০ লক্ষ কোটি টাকার বেশি হয়েছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩২.০২ শতাংশ বৃদ্ধি নির্দেশ করে।

ভারতের SEZ নীতি: বিকাশ ও কাঠামো

ভারত এশিয়ার প্রথম দেশগুলির মধ্যে একটি, যারা রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে Export Processing Zone (EPZ) মডেল গ্রহণ করে এবং ১৯৬৫ সালে কাণ্ডলায় এশিয়ার প্রথম EPZ স্থাপন করে। তবে, বহুস্তরীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, প্রক্রিয়াগত বিলম্ব, অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো এবং অস্থির আর্থিক নীতির কারণে এর কার্যকারিতা সীমিত ছিল। এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে এবং অধিক বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে ২০০০ সালের এপ্রিল মাসে SEZ নীতি ঘোষণা করা হয়।

SEZ আইন, ২০০৫ এবং SEZ নিয়ম, ২০০৬

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০০৫ কার্যকর হওয়ার পর ২০০৬ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি SEZ নিয়ম চালু হয়। এর ফলে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিষয়ে একক জানালা অনুমোদন ব্যবস্থা-সহ একটি সরল নিয়ন্ত্রক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই আইন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে এবং একই সঙ্গে SEZ ডেভেলপার ও ইউনিটগুলির জন্য পরিবেশগত মান বজায় রাখার বিধান অন্তর্ভুক্ত করে।

সেমিকন্ডাক্টর ও বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম উৎপাদনে SEZ

২০২৫ সালের জুন মাসে সরকার দুটি নতুন SEZ বিজ্ঞাপিত করেছে—গুজরাটের সানন্দে সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের জন্য এবং কর্ণাটকের ধারওয়াড়ে বৈদ্যুতিন উপাদান উৎপাদনের জন্য।

এই ক্ষেত্রগুলি মূলধননির্ভর এবং লাভজনক হতে দীর্ঘ সময় লাগে। সেই কারণে এই ক্ষেত্রগুলিতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে এবং নীতি সহায়তা জোরদার করতে SEZ কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হয়েছে।

ন্যূনতম জমির প্রয়োজনীয়তা শিথিল করা হয়েছে, বন্ধক রাখা বা সরকারকে লিজ দেওয়া জমিকেও SEZ স্থাপনের জন্য যোগ্য করা হয়েছে, সেমিকন্ডাক্টর পণ্যের DTA-তে সরবরাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে এবং Net Foreign Exchange (NFE) বা নিট বৈদেশিক মুদ্রা গণনায় বিনামূল্যে প্রাপ্ত পণ্যের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বিনিয়োগ আকর্ষণে SEZ সুবিধা

SEZ-গুলি একটি প্রতিযোগিতামূলক এবং বিনিয়োগবান্ধব নীতি কাঠামো প্রদান করে, যা রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং ব্যবসা সহজীকরণে সহায়তা করে।

এই কাঠামোর মধ্যে শুল্কমুক্ত আমদানি ও দেশীয় সংগ্রহের সুবিধা রয়েছে। কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর, পরিষেবা কর এবং রাজ্য বিক্রয় কর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, যা বর্তমানে GST-র অধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং IGST আইনের অধীনে SEZ-এ সরবরাহ শূন্য-হারে বিবেচিত হয়। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলির দ্বারা অন্যান্য কর থেকেও অব্যাহতি প্রদান করা হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরের অনুমোদনের জন্য একক জানালা ব্যবস্থা প্রযোজ্য।

ভারতের পরবর্তী প্রবৃদ্ধির দ্বার হিসাবে SEZ

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে SEZ-গুলি ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির অন্যতম প্রধান প্রবেশদ্বারে পরিণত হয়েছে। মুন্দ্রা বন্দর এবং কাণ্ডলা বন্দরের মতো বন্দর-নির্ভর কেন্দ্র থেকে শুরু করে শ্রী সিটি এবং GIFT সিটির মতো ক্ষেত্রভিত্তিক বিশেষ অঞ্চল—প্রতিটি SEZ দেশীয় ও বিশ্বস্তরের বিনিয়োগকারীদের জন্য স্বতন্ত্র মূল্য প্রস্তাব প্রদান করে।

বিশ্বমানের পরিকাঠামো, স্থিতিশীল নীতি সহায়তা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে সহজ প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে SEZ-গুলি দীর্ঘমেয়াদী এবং সুস্থায়ী প্রবৃদ্ধির জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করে। এগুলি ব্যবসা শুরু করার প্রক্রিয়া সহজ করে, কার্যক্রম দ্রুত চালু করতে সহায়তা করে এবং ব্যবসাগুলিকে ভারতের বিস্তৃত বাণিজ্য ও শিল্প নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

উপসংহার

ভারত রপ্তানি, উন্নত উৎপাদন এবং আর্থিক নেতৃত্বের উপর জোর দেওয়ায়, SEZ কাঠামো একটি কৌশলগত স্তম্ভ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই কাঠামো আগামী দিনে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণ, শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে ভারতের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(৩ পাতার পর)

মালদহকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কমিশন

বৃহস্পতিবার বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সেখানে তিনি এই ঘটনায় বিরক্তি প্রকাশ করেন বলে খবর। জ্ঞানেশের ক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্ত এবং মালদহের পুলিশ সুপার অনুপম সিংহ। তাঁর প্রশ্ন, শুরুতেই কেন পদক্ষেপ করা হয়নি? সিইও অফিসের সামনে দু'দিন ধরে কেন গন্ডগোল চলছে? সেখানে এত লোক জমা হলেন কী ভাবে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন জ্ঞানেশ। পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিওয়ালাকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিল কমিশন। সেখানেই বৈঠকে যোগ দেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আলাদা করে কমিশন বৈঠক করবে বলে খবর।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদহকাণ্ডে পুলিশ সুপার অনুপমকে পদক্ষেপ করার জন্য সময় বেঁধে দিয়েছিল কমিশন। তারা জানিয়েছিল, বৃহস্পতিবার রাত ১২টার মধ্যে মালদহের মানিকচকে ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করতে হবে। একটা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পরে যদিও সিবিআই-কে তদন্তভার দেয়। মালদহের পুলিশ সুপারের উদ্দেশে জ্ঞানেশ বৈঠকে বলেন, "ঘটনাস্থলে যাননি কেন?" উত্তরে এসপি জানান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। পাল্টা কমিশন জানায়, তা হলে তাঁকে এডিজি করে দেওয়া হচ্ছে। মালদহের জেলাশাসকের উদ্দেশে কমিশন বলে, "আপনাকে ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। বাসভবনে ছিলেন না! কোথায় ছিলেন?" রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথকেও বার্তা দিয়েছে কমিশন। তার কথায়, "আপনি এত সিনিয়র অফিসার। আপনার কাছ থেকে এ সব আশা করা যায় না।"

ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারীর মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কেন অশান্তির অভিযোগ উঠেছে। সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে কমিশন। অন্য দিকে, সিইও দফতরের সামনেও বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। এই নিয়ে কমিশনের বক্তব্য, একাধিক জায়গায় কেন জমায়েত করতে দেওয়া হচ্ছে? কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দকে জ্ঞানেশ বলেন, "একজন আইপিএস অফিসার হয়ে কলকাতা সামলাতে পারছেন না! আপনাকে কি প্রশিক্ষণ দিতে হবে?"

মালদহকাণ্ড এবং সেই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্যের সিইও মনোজ, মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধনাথ, এডিজি (আইন-শৃঙ্খলা) অজয় মুকুন্দ রানাডে, কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয়, সকল জেলা নির্বাচনী আধিকারিক (ডিইও), পুলিশ সুপারের সঙ্গে তড়িঘড়ি বৈঠকে বসেন জ্ঞানেশ। সেখানেই তিনি এ সব কথা বলেছেন বলে খবর।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার প্রতিবাদে বুধবার দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল মালদহের মোথাবাড়ি, সুজাপুর-সহ বিভিন্ন এলাকা। এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত সাত জন বিচারককে কালিয়াচক-২ ব্লক অফিসের ভিতর রাত পর্যন্ত আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে। হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টকে জানান। তার পরেই বৃহস্পতিবার সকালে এসআইআর মামলাটি শুনতে চায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ।

(৪ পাতার পর)

কালীঘাটে মমতার গলির সামনে হাতাহাতি TMC-BJP'র

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে কনভয়ের গাড়ি থেকে নামেন অমিত শাহ। সেখান থেকে অন্য একটি ছোট গাড়িতে উঠে বাকি রাস্তা পাড়ি দেন তিনি।

এদিকে আজ শুভেন্দুর মনোনয়ন পেশের আগে সমাবেশ থেকে অমিত শাহ বলেন, 'শুভেন্দুদা নন্দীগ্রাম থেকে লড়তে চাইছিলেন, আমি বলেছিলাম, শুধু নন্দীগ্রাম নয়, মমতার ঘরে গিয়ে ওকে হারাও। শুভেন্দুর রেকর্ড আছে। গত নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার তো গড়েছিলেন, কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর কাছে হেরে গিয়েছিলেন। এইবার মমতাজি পুরো বাংলাতেও হারবেন আর ভবানীপুরেও হারবেন। ভবানীপুরের ভোটার ভাই-বোনেদের অনুরোধ করতে এসেছি যে পুরো বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিদায় জানাতে প্রস্তুত রয়েছে। ভবানীপুরবাসীর হাতে গোটা বাংলার পরিবর্তন নির্ভর করছে। একটি একটি করে সিটে জিতব, ১৭০ আসনে জয়ী হলে পরিবর্তন হবে। কিন্তু আমার কাছে একটা শর্টকাট আছে। যদি ভবানীপুরবাসী একটি আসনে জিতিয়ে দিলেই গোটা বাংলায় আপনা-আপনি পরিবর্তন হবে।'

চিংড়িঘাটা মেট্রোর থমকে থাকা কাজের অনুমতি দিল কলকাতা পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেট্রো নিয়ে গত ২৩ মার্চ ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানি শেষে আদালত কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশই বহাল রাখে।চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে টানাপড়েন চলছে। মাত্র ৩১৬ বর্গমিটার অংশের জন্য আটকে রয়েছে নিউ গড়িয়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রোর অরেঞ্জ লাইন সম্প্রসারণের কাজ। চিংড়িঘাটার একেবারে মোড়ে ওই অংশের কাজ শেষ করার জন্য সাময়িক ভাবে বাইপাসে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। কিন্তু অভিযোগ, রাজ্য সরকার অনুমতি দিচ্ছে না। ফলে কাজও এগোচ্ছে না। কলকাতা হাই কোর্ট এ বিষয়ে রাজ্য, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, জয়েন্ট কমিশনার (ট্রাফিক), ডেপুটি কমিশনার (ট্রাফিক)-কে ছাড়পত্র (এনওসি) দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। জট কাটাতে আদালতের নির্দেশে মেট্রো, রাজ্য এবং নির্মাণকারী সংস্থার একাধিক বৈঠকও হয়েছে। কিন্তু সমাধানসূত্র বেরোয়নি।কেন চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না, তা নিয়ে রাজ্যকে ভর্ৎসনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেই ভর্ৎসনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করে মেট্রোকে কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হল কলকাতা পুলিশের তরফে। ১৫ মে-র পর থেকে কাজ চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে। তার পর আলোচনার মাধ্যমে পরবর্তী তারিখগুলি স্থির করা হবে। গত ২৬ মার্চ কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে মেট্রোকে কাজ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

আরভিএনএলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৫ মে থেকে চিংড়িঘাটায় ট্রাফিক ব্লক করে শুরু হবে কাজ। তার পর ক্রমে তিন থেকে চার দিনের অনুমতি নেওয়া হবে ট্রাফিক পুলিশের কাছ থেকে। বর্ষা আসার আগেই এই কাজ শেষ করতে চায় বলে জানানো হয়েছে আরভিএনএলের তরফে। ৩৬৬ মিটার লাইন জোড়া লাগলেই নিউ গড়িয়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর লাইনে ওই কাজ সম্পূর্ণ হবে।

প্রসঙ্গত, চিংড়িঘাটা মেট্রো নিয়ে গত ২৩ মার্চ ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি বিপুল মনুভাই পাঞ্চোলির বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। শুনানি শেষে আদালত কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশই বহাল রাখে। রাজ্য সরকারকে মামলাটি তুলে নিতে বলা হয়। তা না-করা হলে মামলাটি সরাসরি খারিজ করে দেওয়া হবে, জানান বিচারপতিরা। চিংড়িঘাটা মেট্রোর বকেয়া কাজ নিয়ে রাজ্য সরকার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করেছে বলেও মন্তব্য করে আদালত। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'সব কিছু রাজনীতির মধ্যে টেনে আনবেন না। এটা উন্নয়নের বিষয়।'

সিনেমার খবর

অস্কার মঞ্চে ‘মুক্ত প্যালেস্টাইন’ বার্তা, পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থন প্রিয়াঙ্কার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিনেমা জগতের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ছাপিয়ে ২০২৬ সালের অস্কারে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন এক মানবিক প্রতিবাদ। ‘নো কান্ট্রি ফর ওল্ড মেন’ খ্যাত অভিনেতা হাভিয়ের বারদেম হলিউডের সবচেয়ে বড় মঞ্চে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ এবং রক্তপাতের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন।

অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে অস্কার মঞ্চে সেরা আন্তর্জাতিক ছবির নাম ঘোষণা করতে যান অভিনেতার বারদেম। এই ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার বার্তা দেন। এসময় তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয়াঙ্কাও মাথা নেড়ে সেই বার্তায় সমর্থন জানান। এসময় উপস্থিত অতিথিরা দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে বারদেমের এই বার্তাকে স্বাগত জানান।

বারদেমের স্যুটের কলারে লাগানো ছিল দুটি বিশেষ পিন একটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং অন্যটি ফিলিস্তিনের সমর্থনে। রেড কার্পেটে ভ্যারাইটি ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি সাফ জানান, বিশ্বের জাঁদরেল পণ্ডিত ও গবেষকরা গাজার পরিস্থিতিকে ‘গণহত্যা’ বলে চিহ্নিত করেছেন, তাই শিল্পীদের চুপ করে থাকা সাজে না।

আমেরিকা ও ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবার অস্কার অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল অতিরিক্ত কড়া নিরাপত্তাও।’ আয়োজকেরা জানিয়েছিলেন, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই তারা এফবিআই এবং লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন। যদিও কোনও বিপদ হতে পারে, এমন কোনও বার্তা পাননি কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, ৯৮তম অস্কারে সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছে ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। এই ছবির জন্যই সেরা পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন পল থমাস অ্যান্ডারসন।

নিজের সিনেমায় অডিশন দিয়েও সুযোগ পাননি আমির খান, কেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সাধারণত বিনোদন জগতের বড় কোনো সুপারস্টার নিজের ব্যর্থতার কথা প্রকাশ্যে আনতে চান না। কিন্তু বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট অভিনেতা আমির খান সেই সততা মন জয় করে নিয়েছেন সামাজিক মাধ্যম নেটিজেনদের মাঝে। ‘কেয়ামত সে কেয়ামত তক’ থেকে শুরু করে ‘তারে জমিন পার’ কিংবা ‘থ্রি ইডিয়টস’— ব্লকবাস্টার হিটের তালিকা দীর্ঘ। তা সত্ত্বেও ২০২৪ সালে সাড়া ফেলে দেওয়া সিনেমা ‘লাপাতা লেডিস’-এ অভিনয় করার সুযোগ পাননি মিস্টার পারফেকশনিস্ট।

নিজের সাবেক স্ত্রী কিরণ রাও পরিচালিত সেই সিনেমায় পুলিশ অফিসারের চরিত্রের জন্য অডিশন দিয়েছিলেন আমির খান, কিন্তু পরিচালক স্ত্রী-ই তাকে বাতিল করে দেন সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমন কথাই বলেন এ অভিনেতা।

এ নিয়ে তার ভক্ত-অনুরাগীদের মতে, বক্স অফিস বা স্টারডমের চেয়েও সিনেমার প্রতি তার ভালোবাসা এবং গল্পের প্রতি সততাই তাকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রেখেছে। অনস্ক্রিনে না থাকলেও প্রযোজক হিসেবে সিনেমাটিকে অস্কারের মঞ্চ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আমির খান প্রমাণ করেছিলেন তার দূরদর্শিতা।

সিনেমার সাব-ইন্সপেক্টর শ্যাম মনোহরের চরিত্রটি দর্শকমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই রোলের জন্য আমির খানের একটি অডিশন টেপও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে পড়ে। সেখানে পান চিবিয়ে দারুণ অভিনয় করতে দেখা গিয়েছিল তাকে।

কিন্তু পরিচালক কিরণ রাও ও আমির দুজনেই আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন যে, এই চরিত্রে আমিরের চেয়ে ভোজপুরি অভিনেতা রবি কিষাণকেই বেশি মানাবে।

এশিয়ান ওয়ার্ল্ড ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমির জানিয়েছিলেন, ‘আমি চরিত্রটি করার জন্য খুব আগ্রহী ছিলাম, স্ক্রিন টেস্টও ভালো হয়েছিল। কিন্তু আমাদের মনে হলো— এই চরিত্রটিতে কোনো বড় তারকা থাকলে দর্শক আগে থেকেই আঁচ করে ফেলবেন যে, শেষ পর্যন্ত পুলিশটিই সবাইকে বাঁচাবে। কিন্তু রবি কিষাণের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা ছিল না। শেষ পর্যন্ত রহস্যটা বজায় রাখতেই এ সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল।

ফের কার প্রেমে পড়লেন পরিণীতি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সদ্য মা হয়েছেন পরিণীতি চোপড়া। সম্প্রতি তার রাজনীতিক স্বামী রাঘব চড্ডাকে নিয়ে থাইল্যান্ডে ছুটি কাটাচ্ছেন অভিনেত্রী। কখনো সমুদ্রপারে, আবার কখনো ব্যাংককের চায়না টাউনে ঘুরছেন তারা। এমনিতেই রাঘবকে বিয়ে করার পর থেকে দিল্লি-মুম্বাই যাতায়াত করছিলেন পরিণীতি। কিন্তু মা হওয়ার পর পাকাপাকি ভাবে দিল্লিবাসী হয়েছেন। গত দুই বছরে সেভাবে কোনো ছবি মুক্তি পায়নি পরিণীতির। এ দিকে, বিয়ের তিন বছর যেতে না যেতেই সহ-অভিনেতার প্রেমে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন অভিনেত্রী? খবর আনন্দবাজার অনলাইনের।

সম্প্রতি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি ভ্যানিটি ভ্যানের ছবি শেয়ার করেন অভিনেত্রী। তার উপরে লেখেন ‘কখনো কখনো সহ-অভিনেতার প্রতি ভালো লাগা তৈরি হয়।’

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন, রাঘব চড্ডাকে ছাড়া কার প্রেমে পড়লেন পরিণীতি? যদিও খুব বেশি ক্ষণ রহস্য জিইয়ে রাখেননি অভিনেত্রী। ভ্যানিটি ভ্যানের বাইরে দেখা যায় রাঘবের নাম। অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে এমন ছবি দেন। অর্থাৎ রাঘবই তার সহ-অভিনেতা বা সহকর্মী। ইতিমধ্যেই নিজের পডকাস্টে একাধিক বার স্বামীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন পরিণীতি।

এবার ‘রিল’ লাইফে রাঘবের সঙ্গে তা হলে জুটি বাঁধছেন তিনি? কবে ও কোথায় দেখা যাবে তাদের, সেটা খোলসা করেননি তিনি। যদিও প্রায়শই সমাজমাধ্যমে রাঘবকে নিজের ‘হিরো’ আখ্যা দেন পরিণীতি।

একানা স্টেডিয়ামে তারুণ্যের উদযাপন করলেন সমীর, হেরে যাত্রা শুরু ঋষভদের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যেবছর আইপিএল শুরু হয়েছে, সেই বছর সমীর রিজভীর বয়স কত জানেন ? মাত্র ৫। হ্যাঁ, ২০০৩ সালে জন্ম এই ব্যাটারের। আজ সেই ২৩ বছরের ছেলের হাতেই ধ্বংস হয়ে গেলেন ঋষভ পন্থের লখনৌ। বলে রানে অপরাজিত রইলেন সমীর রিজভী। একসময় ২৬/৪ হয়ে গিয়েছিল দিল্লি। সেখান থেকেই ম্যাচের রাশ ধরলেন দুই ব্যাটার। রিজভী ও স্টাব্স। তাঁদের দাপটেই ১৪২ রান তাড়া করতে নেমে বল আগেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে গেল দিল্লি। এই নিয়ে ৫ ম্যাচেই রান তাড়া করা দল ম্যাচ জিতল।

টসে জিতে দিল্লি অধিনায়ক অক্ষর ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। ওপেন করতে নেমেছিলেন অধিনায়ক পন্থ (৭)। এরপর থেকেই ভরাডুবি শুরু লখনৌ দলের। ৩৬ রানের মধ্যে শেষ ৪ উইকেট হারায় দিল্লি। বড় রান করেছেন ওপেনার মিচেল মার্শ (৩৫) ও আব্দুল সামাদ (৩৬)। ২০ ওভারের মধ্যেই ১৪১ রানে অল আউট হয়ে যায় দিল্লি। ৩টি করে উইকেট পেয়েছেন লুঙ্গি এনগিডি ও নটরাজন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই উইকেট হারাতে শুরু করে দিল্লি। ইনিংসের প্রথম বলেই আউট হয়ে যান কে এল রাহুল। ১৪২ তাড়া করতে নেমে একসময় ২৬/৪ হয়ে গিয়েছিল দিল্লির স্কোর। সেখান থেকেই ম্যাচের হাল ধরলেন সমীর রিজভী ও ট্রিস্টান স্টাব্স। লখনৌকে পাল্টা আক্রমণ শুরু করলেন তাঁরা। ৪৭ বলে ৭০ রানে অপরাজিত রইলেন রিজভী। স্টাব্স অপরাজিত রইলেন ৩২ বলে ৩৯ রানে। ১৭ বল বাকি থাকতেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে যায় দিল্লি। তাদের স্কোর ১৪৫/৪। ১১৯ রানের পার্টনারশিপ করলেন দুই জন ব্যাটার। ২ উইকেট পেয়েছেন প্রিন্স যাদব। ১ টি করে উইকেট পেয়েছেন মহম্মদ শামি ও মহসিন খান। এই ম্যাচ জয়ের সঙ্গে টানা ৫ ম্যাচেই রান তাড়া করা দল ম্যাচ জিতল।

ম্যাচের সেরা হলেন সমীর। নিয়ে গেলেন অনেক পুরস্কার। অতীতে চেন্নাইয়ের হয়ে খেললেও শেষ দুই বছরে দিল্লিই ঘর ছিল এই উত্তর প্রদেশের ব্যাটারের। সমীরের প্রশংসা করলেন অধিনায়ক অক্ষরও। কিন্তু, এই ম্যাচে দলের চিন্তা বাড়ালেন দলের টপ অর্ডার ব্যাটাররা। রোজ রোজ এইভাবে ব্যর্থ হলে কিন্তু দলে তাঁরা থাকবেন না, এই কথা নিজেরাও জানেন।

আইসিসির ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা সাহিবজাদা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে একাধিক রেকর্ড গড়া সাহিবজাদা ফারহান পেয়েছেন আরেকটি স্বীকৃতি। ফেব্রুয়ারির ‘আইসিসি প্লেয়ার অব দা মান্থ’ নির্বাচিত হয়েছেন পাকিস্তানের ওপেনার। এই মাসের সেরা নারী ক্রিকেটার হয়েছেন ভারতের আরুন্ধাতি রেড্ডি।

গত মাসের সেরা নারী ও পুরুষ ক্রিকেটারের নাম সোমবার ঘোষণা করে আইসিসি। সেরার লড়াইয়ে ইংলিশ অলরাউন্ডার উইল জ্যাকস ও যুক্তরাষ্ট্রের পেসার শাডলি ফন স্কল্কভাইকে হারিয়েছেন সাহিবজাদা। আর আরুন্ধাতি পেছনে ফেলেছেন শ্রীলঙ্কার হার্শিথা সামারাউইক্রামা, পাকিস্তানের ফাতিমা সানাকে।

ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত এবারের বিশ্বকাপে সেমি-ফাইনালে উঠতে পারেনি পাকিস্তান। তবে ব্যাট হাতে নিজের কাজ ঠিকঠাক করেন সাহিবজাদা। ছয় ইনিংসে ১৬০.২৫ স্ট্রাইক রেটে আসরের সর্বোচ্চ ৩৮৩ রান করেন তিনি। ২০ ওভারের বিশ্বকাপের এক আসরে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ডটি এখন সাহিবজাদার। ভেঙে দেন তিনি ভারতের ব্যাটিং গ্রেট বিরাট কোহলির ২০১৪ আসরে করা ৩১৯ রানের রেকর্ড।

আসরে দুটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি করেন সাহিবজাদা। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এক আসরে দুটি শতক করা প্রথম ব্যাটসম্যানও তিনি।

ভারতীয় পেসার আরুন্ধাতি মাস সেরা হন অস্ট্রেলিয়ায় তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের পারফরম্যান্স দিয়ে। ওই সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন তিনি। সিরিজটিতে ১০.৮৭ গড় ও ওভারপ্রতি ৭.২৫ রান দিয়ে আট উইকেট নেন আরুন্ধাতি। সিরিজটি ২-১ ব্যবধানে জেতে ভারত।

অ্যাঙ্কেল ইনজুরিতে ফ্রান্স দলে নেই সালিবা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে লিগ কাপের ফাইনালে হারের দিনে চোট পেয়েছেন আর্সেনালের উইলিয়াম সালিবা। অ্যাঙ্কেলের সমস্যায় জাতীয় দল থেকে ছিটকে গেছেন এই ফরাসি ডিফেন্ডার।

জাতীয় দলের হয়ে ৩১টি ম্যাচ খেললেও, কখনও ব্রাজিলের বিপক্ষে খেলা হয়নি সালিবার। কলম্বিয়ার বিপক্ষেও পূর্বে খেলার অভিজ্ঞতা নেই তার। এই দুই দলের বিপক্ষে এবারের আন্তর্জাতিক বিরতিতে খেলবে ফ্রান্স, দিদিয়ে দেশমের দলে ছিলেন তিনি। কিন্তু চোটের ছোবলে সব এলোমেলো হয়ে গেল।

লিগ কাপের ফাইনালে পুরোটা সময়ই অবশ্য খেলেন সালিবা। পরে তার চোটের খবর নিশ্চিত করে ফ্রান্স ফুটবল ফেডেরেশন। ক্রিস্টাল প্যালেসের ডিফেন্ডার লাকোয়া ২০২৬ বিশ্বকাপ সামনে রেখে এই প্রথম জাতীয় দলে ডাক পেলেন। চলতি মৌসুমে তিনি ক্লাবের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪৩টি ম্যাচ খেলেছেন।

বিশ্বকাপের জন্য চূড়ান্ত স্কোয়াড ঘোষণার আগে খেলোয়াড়দের যাচাই করার এই দুই ম্যাচই দেশমের সামনে শেষ সুযোগ। বৈশ্বিক আসরের জন্য আগামী ১৩ মে স্কোয়াড ঘোষণা করবেন তিনি।

আগামী ২৬ মার্চ বস্টনে ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে ফ্রান্স।

তিন দিন পর ওয়াশিংটনে কলম্বিয়ার বিপক্ষে খেলবে দুইবারের বিশ্বকাপ জয়ীরা। আগামী ১১ জুন শুরু হবে এবারের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে আসর চলবে ১৯ জুলাই পর্যন্ত।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR